Lens Asia

১৫ অক্টোবর, ২০২৫

মিরপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেবে বিএনপি–জামায়াত

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর মিরপুরে কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রত্যেক পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি ও জামায়াত। দুটি দলই এক লাখ টাকা করে অনুদান দেবে বলে জানিয়েছে। আগুনে এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, আর ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে—কেমিক্যাল থাকায় আগুন পুরোপুরি নেভাতে সময় লাগবে।

LENS ASIA

রাজধানীর মিরপুরের কসমিক ফার্মা ও একটি পোশাক কারখানার কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেক পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এবং জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান পৃথকভাবে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ফায়ার সার্ভিসের সর্বশেষ তথ্যমতে, অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে। যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে, তবে কেমিক্যালের কারণে এখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং পুনরায় আগুন লাগার আশঙ্কা রয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার মো. জাহেদ কামাল রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের জানান, “কেমিক্যালের আগুন সহজে নেভে না, এটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। প্রটোকল মেনে কাজ করা হচ্ছে এবং আগামীকাল বুয়েটের প্রতিনিধি দলও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে।”

তিনি আরও বলেন, বারবার সতর্কতা জারি করা সত্ত্বেও ভবনগুলোতে কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে নিরাপত্তা বিধি মানা হচ্ছে না। ভবনটির কাঠামো দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয়নি। “এ ধরনের পুনরাবৃত্তি আর দেখতে চাই না,” বলেন তিনি।

এর আগে, মিরপুরের শিয়ালবাড়ি এলাকার অগ্নিকাণ্ডস্থল থেকে ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। মরদেহগুলো ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া দগ্ধ তিনজনকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ বিস্ফোরণের পর মুহূর্তেই আগুন পুরো কারখানা ও পাশের রাসায়নিক গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি সদস্য ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা সহায়তায় যোগ দেন।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল তাজুল ইসলাম জানান, “মরদেহগুলো গার্মেন্টস অংশে পাওয়া গেছে। টিনশেড ছাদ বন্ধ থাকায় শ্রমিকরা বের হতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, বিষাক্ত গ্যাসে তাদের মৃত্যু হয়েছে।”

এদিকে, এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি নিহতদের আত্মার মাগফিরাত ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।